পুনরুত্থানের বিশ্বাস

যোহন ২০ অধ্যায় ৯-১০ পদ

আজ আমরা যোহনের সুসমাচার থেকে যীশুর পুনরুত্থানের বর্ণনা দেখতে চলেছি। যে সমস্ত ঘটনা বাস্তবে ঘটেছিল, সেগুলিকে যীশুর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কীত করাই যোহনের সুসমাচার লেখার উদ্দেশ্য; তাই, যীশুর পুনরুত্থানকে যোহন বাদ দিতে পারেনি; কারণ তা বাস্তবে ঘটেছিল। কেবল তা-ই নয়, যোহন নিজে সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। যোহন যে কারুর মুখে শুনে সেই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছে, তা নয়। কিন্তু সে নিজে তার চাক্ষুষ সাক্ষী। আজ আমরা যোহনের বর্ণনা থেকে যীশুর পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক সত্যতার পাশাপাশি আমাদের জীবনে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চলেছি।

অন্য শিষ্যদের ন্যায় যোহনও যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর সাক্ষী; হ্যাঁ, সে তার প্রত্যক্ষ্য সাক্ষী। যে যীশু তাদের মন নতুন আশা, আনন্দ, এবং উদ্দেশ্যে পূর্ণ করেছিলেন, তিনি এখন মৃত। তাই, তাঁর শিষ্যরাও দিশেহারা হয়ে পড়েছে, তারা জানে না, তাদের কী করা উচিৎ। বাধ্য হয়ে তারা বন্ধ দরজার আড়ালে নিজেদের লুকিয়েছে (যোহন ২০:১৯, ২৬); ভয় পেয়েছে, পাছে ইহুদি নেতারা এবার তাদেরও ধরে। এমন মানসিক পরিস্থিতিতে পিতর ও যোহন মগ্দলীনী মরিয়মের মাধ্যমে কবর থেকে যীশুর দেহ চুরি যাবার খবর পায়। তারা সঙ্গে সঙ্গে যীশুর কবর দেখতে ছুটে যায়, এবং সেখানে শূন্য কবর ও তার মধ্যে যীশুর মৃতদেহে জড়ানো মসীনা কাপড় ও মাথার উপরে রাখা রুমাল দেখে। তা দেখে যোহনের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। ৮ পদে বলা হয়েছে, *"সেও ভিতরে প্রবেশ করল, এবং দেখল ও বিশ্বাস করল।"* ফলস্বরূপ, যোহনের মনের সমস্ত দ্বিধা বিশ্বাসে, শোক আনন্দে, ভয় সাহসে, এবং সন্দেহ নিশ্চয়তায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কারণ তা দেখে মৃত্যুর পূর্বে **যীশু যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,** তা **যোহন স্মরণ করেছিল** (৯ পদ), এবং তার দ্বারা সে উপলব্ধি করেছিল যে, যীশু মৃত্যুর উপরও প্রভু। সেদিন যোহন কীভাবে এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিল, আসুন তা আমরা ধাপে ধাপে দেখি।

১। প্রথম ধাপ: যোহন খবর পেল (১-২ পদ)

১ পদে সেই মগ্দলীনী মরিয়মের কথা বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে যোহন যীশুর শূন্য কবরের খবর পেয়েছিল: *"সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে থাকতে মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের কাছে গেল, আর দেখল, কবর থেকে পাথরখানি সরান হয়েছে।"* মগ্দলীনী মরিয়ম সম্বন্ধে সুসমাচারগুলিতে যে সামান্য বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হল, গালীলে যীশুর পরিচর্যাকালে সে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল (মথি ২৭:৫৫); যীশু তার মধ্য থেকে সাত ভূত বের করেছিলেন (লূক ৮:২-৩); সে অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষী ছিল (যোহন ১৯:২৫); অরিমাথিয়ার যোষেফ ও নীকদীম যখন কালভেরীর কাছাকাছি একটি বাগানের নতুন কবরে যীশুর দেহকে সমাধিস্থ করে, তখনও মগ্দলীনী মরিয়ম সেখানে উপস্থিত থেকে সব দেখেছিল (মার্ক ১৫:৪৭) এবং সপ্তাহের প্রথম দিন যীশুর শূন্য কবরের সে অন্যতম প্রথম সাক্ষী ছিল। সেই সময় মরিয়ম নামটি বহুল প্রচলিত থাকায়, তাকে অন্য মরিয়ম থেকে পৃথক করতে সুসমাচারে মগ্দলীনী মরিয়ম বলা হয়েছে, যার অর্থ সে ছিল গালীল সাগরের পশ্চিম পাড়ে মগ্দাল্লা গ্রামের অধিবাসী।

অন্য সুসমাচারগুলির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আমরা বলতে পারি যে, সে অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে শনিবার সূর্যাস্তের পর (বিশ্রামবার শেষ হলে) সুগন্ধি দ্রব্য কিনে প্রস্তুতি নিয়েছে; এবং রবিবার অতি প্রত্যুষে কবরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, যেন যীশুর মৃতদেহে তা মাখাতে পারে (মার্ক ১৬:১-২)। কারণ শুক্রবার সূর্যাস্তের পূর্বে সেই অল্প সময়ের মধ্যে অরিমাথিয়ার যোষেফ ও নীকদীম তাড়াতাড়ি করে তাঁর দেহের জন্য যে প্রস্তুতি নিয়েছিল (যোহন ১৯:৩৮-৪২), তা তাদের চিন্তায় যথেষ্ট ছিল না। ধরা যেতে পারে, এই কাজে মগ্দলীনী মরিয়ম অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তাই যোহন অন্য স্ত্রীলোকদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেনি, এবং সেই সমস্ত স্ত্রীলোদের নাম করতে গিয়ে অন্য সুসমাচারের লেখকরা তার নাম সবার আগে উল্লেখ করেছে। যোহন যদিও পাথরখানা সরানোর কথা লিখেছে, মথির লেখা সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই, তা কীভাবে সরানো হয়েছিল। মথি ২৭:৬২-৬৬ পদানুসারে, প্রধান যাজক ও ফরীশীদের অনুরোধে, পীলাত যীশুর কবরের মুখের পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিতে ও প্রহরি দলের দ্বারা তা রক্ষা করতে আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু মহাভূমিকম্প সহকারে প্রভুর এক দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা সরিয়ে দিয়েছিল (মথি ২৮:২)।

কবরের মুখ থেকে পাথরখানি সরান হয়েছে দেখে, যে চিন্তাটা সবার আগে মরিয়মের মাথায় এসেছিল, তা হল, যীশুর দেহ চুরি গেছে। কারণ, সেই সময় এমন ঘটনা হামেশাই ঘটত। মরিয়ম নিজে কবরের মধ্যে ঢোকেনি, বা কারুর কাছ থেকে যীশুর দেহ চুরির খবরও পায়নি; কিন্তু তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি তাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করেছে যে, যীশুর মৃতদেহকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাই, ***"সে দৌড়ে শিমোন পিতরের কাছে, এবং যীশু যাকে ভালোবাসতেন, সেই অন্য শিষ্যের কাছে এল, আর তাদের বলল, লোকে প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে, তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না''*** (২ পদ)। ***"যীশু <u>যাকে ভালোবাসতেন</u>, সেই অন্য শিষ্য''*** বলতে এই সুসমাচারের লেখক যোহন নিজেকেই নির্দেশ করেছে, সে তার সুসমাচারে নিজের নাম উল্লেখকে এমন বর্ণনার দ্বারা এড়িয়ে গেছে (১৯:২৬)। ***"<u>আমরা</u> জানি না,''*** এই কথার মধ্যে আমরা সেই সত্যকে দেখতে পাই যে, মরিয়ম সেই কবরের কাছে সেদিন একা যায়নি। ***"লোকে <u>প্রভুকে</u> কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে,*** এই কথার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করি যে, যীশুর মৃতদেহ মরিয়মের কাছে সামান্য মৃতদেহ নয়, যীশুর মৃত্যু দেখে মরিয়ম কিন্তু তাঁকে ***"প্রভু''*** বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। যীশুর এমন কাছের স্ত্রীলোক, যে যীশুকে প্রভু বলে কেবল মুখে স্বীকার করা নয়, তার জীবনের দ্বারা তা স্বীকার করেছে; এমনকী এখন তাঁর মৃত্যুর পরেও তার আচরণে তা স্বীকার করেছে, সে এসেছে পিতর ও যোহনকে যীশুর শূন্য কবরের খবর দিতে। তাই, তার কথাকে পিতর বা যোহন হালকাভাবে নিতে পারেনি। আপাত দৃষ্টিতে তার সেই কথা গল্পতুল্য বলে মনে হলেও (লূক ২৪:১১), মগ্দলীনী মরিয়মের বিশ্বাসযোগ্যতার কারণে যোহন তার কথাকে ফেলতে পারেনি।

২। দ্বিতীয় ধাপ: যোহন ছুটে গেল ও কবর পরিদর্শন করল (৩-৭ পদ)

মগ্দলীনী মরিয়মের মুখে শূন্য কবরের খবর পেয়ে, ৩ পদে, পিতর ও যোহনের প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, ***"অতএব, পিতর ও অন্য সেই শিষ্য বের হয়ে কবরের কাছে যেতে লাগল।''*** সেই খবর পেয়ে, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সময় নষ্ট না করে, উভয়েই তৎক্ষণাৎ কবরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। এর থেকে পরিষ্কার যে, যীশুর দেহ যে চুরি হতে পারে, এমন কোনও কথা তারা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি। তাই, তারা মরিয়মের কথার সত্যতা যাচাই করতে কবরের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করেছিল। ৪-৫ পদে বলা হয়েছে, ***"তারা দুজনে একসঙ্গে দৌড়াল, আর সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পিছনে ফেলে আগে কবরের কাছে উপস্থিত হল; এবং হেঁট হয়ে ভিতরে চেয়ে দেখল, কাপড়গুলো পড়ে আছে, তথাপি ভিতরে প্রবেশ করল না।''*** যোহন পিতরের থেকে বয়সে যুবক হওয়ায় এবং দ্রুতগতির অধিকারী হওয়ায়, সে-ই প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছায়। অবশ্য আগে পৌঁছালেও সে পিতরের জন্য অপেক্ষা করে; কবরের ভিতরে প্রবেশ করার পরিবর্তে কবরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখে। কবরের ভিতরে উঁকি মেরে সে দেখতে পেল যে, যীশুর দেহে যে সমস্ত মসীনা কাপড় জড়ানো হয়েছিল (১৯:৪০), সেগুলো সেখানে পড়ে আছে।

অবশেষে, পিতরও কবরের কাছে এসে পৌঁছাল। পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছে, যোহন তা জানত কি-না, তা আমরা জানি না। কিন্তু যীশুর শিষ্যদের মধ্যে পিতরের যে নেতৃত্বদানের ভূমিকা ছিল, তা তার কাছ থেকে কেঁড়ে নেওয়া হয়নি। যোহন অপেক্ষা করেছে, পিতর যেন প্রথমে কবরে প্রবেশ করে। ৬-৭ পদে বলা হয়েছে, ***"শিমোন পিতরও তার পিছনে পিছনে এল, আর সে কবরে প্রবেশ করল;***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

এবং দেখল, কাপড়গুলো পড়ে আছে, আর যে রুমালটি তাঁর মাথার উপরে ছিল, তা সেই কাপড়ের সঙ্গে নেই, আলাদা এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে।'' পিতর কবরে প্রবেশ করে যীশুর দেহকে যে কাপড়ে জড়ানো হয়েছিল, কেবল সেটি নয়; কিন্তু যে রুমালটি তার মাথার উপরে রাখা হয়েছিল, সেটিকেও দেখতে পেল। মার্থা-মরিয়মের ভাই লাসারকেও যখন কবর দেওয়া হয়েছিল, তখন তার মুখও একটি গামছা বা রুমালে বাঁধা ছিল (১১:৪৪)। যীশুর মুখের উপর যে রুমালটি রাখা হয়েছিল, সেটি মসীনা কাপড় থেকে আলাদা করে পাশে গুটিয়ে রাখা হয়েছে। মসীনা কাপড়ের উপস্থিতি থেকে পরিষ্কার যে, কেউ যীশুর দেহকে চুরি করেনি বা স্থানান্তরিত করেনি; কারণ, তা যদি করত, তাহলে, ঐ সমস্ত কাপড় সেখানে যীশুর দেহ থেকে খুলে ফেলে যাবার কোনও যুক্তি নেই। আবার যীশুর মাথার উপরে রাখা রুমালের উপস্থিতি থেকেও পরিষ্কার যে, যীশুর দেহ চুরি যায়নি বা স্থানান্তরিত হয়নি; তা যদি হত, তাহলে এমন পরিপাটিভাবে তার সেই রুমালকে সেখানে দেখা যেত না। সেখানে তার দেহকে তাড়াতাড়ি সরানোর কোনও চিহ্ন নেই, সেখানে কোনও অত্যাচারী হাতের চিহ্নও নেই। অন্যদিকে, যীশুর কোনও বন্ধুও তার দেহকে স্থানান্তরিত করেনি; কারণ তা যদি সত্য হত, তাহলে তার দেহ থেকে সেই সুগন্ধি মিশ্রিত মসীনা কাপড় খুলবার কথা তারা চিন্তা করত না। কবরে মসীনা কাপড় ও রুমালের উপস্থিতির একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হল, যীশুর দেহ পুনরুত্থিত হয়েছে।

৩। তৃতীয় ধাপ: যোহন বিশ্বাস করল (৮-১০ পদ)

পিতর প্রবেশ করার পর, তার পিছনে পিছনে যোহনও কবরে প্রবেশ করল। ৮ পদে বলা হয়েছে, *''পরে সেই অন্য শিষ্য, যে কবরের কাছে আগে এসেছিল, সেও ভিতরে প্রবেশ করল, এবং দেখল ও বিশ্বাস করল।''* পিতর কবরে ঢুকে যা দেখেছিল, যোহনও তা-ই দেখতে পেল। কিন্তু পিতর সেদিন যা দেখতে পায়নি, বিশ্বাসের চোখ দিয়ে যোহন তা দেখতে পেয়েছিল। এক ঝলক আলোর ন্যায় যোহন উপলব্ধি করল আসলে কী ঘটেছে: *মৃতদের মধ্য থেকে প্রভু জীবিত হয়েছেন এবং কবর ত্যাগ করেছেন।* এখানে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার থেকে পরিষ্কার যে, কবরে ঢুকে পিতর যা দেখেছিল, তার দ্বারা আশ্চর্য হয়েছিল; কিন্তু তার অর্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু পিতর সেদিন যা উপলব্ধি করতে পারেনি, কবরের ভিতরে মসীনা কাপড় ও রুমাল দেখে যোহন তা উপলব্ধি করেছিল, আর তা হল, যীশু মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

একথা সত্য যে, প্রথম মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা শূন্য কবর দেখে, কিম্বা যীশুর দেহকে খুঁজে না পাওয়ার কারণে যে যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেছিল, তা নয়; কিন্তু জীবিত খ্রীস্টের সাক্ষাৎ পেয়েই তারা যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু যোহনের ক্ষেত্রে সামান্য ব্যতিক্রম আমরা দেখতে পাই, আর তা হল, কবরে পড়ে থাকা মসীনা কাপড় ও রুমাল দেখে সে যীশুর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করেছিল। ৮ পদে যোহনের যে *''বিশ্বাসের''* কথা বলা হয়েছে, তা হল যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস। যীশুর দেহকে কবরের বাইরে আসার জন্য কবরের পাথর সরানো হয়নি (কারণ, তাঁর পুনরুত্থিত শরীরের জন্য তার প্রয়োজন ছিল না; পুনরুত্থানের পর তিনি দরজা বন্ধ ঘরেও অনায়াসে প্রবেশ করতে পারতেন); কিন্তু কবরের পাথর সরানো হয়েছে, যেন তাঁর শিষ্যরা ও তাদের সঙ্গে সমস্ত জগৎ দেখে ও বিশ্বাস করে যে, তিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়েছেন; এবং তার দ্বারা ঈশ্বর প্রমাণ করেছেন যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র (রোমীয় ১:৪)।

কিন্তু শিষ্যরা কেন মৃতদের মধ্য থেকে যীশুর পুনরুত্থান আশা করেনি? কবরে পড়ে থাকা মসীনা কাপড় বা রুমালকে চোখে দেখা পর্যন্ত তাঁর ভালোবাসার শিষ্য যোহন কেন তাঁর পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করতে পারেনি? কিম্বা তা দেখেও কেন পিতর যীশুর পুনরুত্থানকে উপলব্ধি করতে পারেনি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা ৯ পদে পাই: *''কারণ এ পর্যন্ত তারা শাস্ত্রের এই কথা বোঝেনি যে, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে উঠতে হবে।''* হ্যাঁ, ততদিন পর্যন্ত তারা যীশুর পুনরুত্থানের ভাববাণীকে উপলব্ধি করতে পারেনি, কারণ তাঁর পুনরুত্থানের ঘটনা তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। কিন্তু যখন সেই ঘটনা ঘটল, তখন তারা সেই ভাববাণীর অর্থ উপলব্ধি করল। একই ঘটনার কথা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

আমরা যোহন ২:১৯-২২ পদে পাই। সেখানে যীশু জেরুশালেম মন্দিরে ব্যবসা-বানিজ্য বন্ধ করায়, ইহূদীরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, এমন কাজের জন্য যে ক্ষমতার প্রয়োজন, তা তিনি কোন্ চিহ্নের দ্বারা দেখাতে পারেন? যীশু তখন মন্দির ভেঙে ফেলে তিন দিনে পুনরায় গড়বার কথা বলেছিলেন। তখন কিন্তু যীশুর এই কথার অর্থ ইহুদিদের সঙ্গে শিষ্যরাও উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের ঘটনা ঘটবার পর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, ***"তিনি নিজের দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলেছেন"*** (যোহন ২:২১)। যোহন তাই লিখেছে, ***"অতএব তিনি যখন মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা বলেছিলেন; আর তারা শাস্ত্রে ও যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করল"*** (যোহন ২:২২)।

এখন, ৯ পদে যে ***"শাস্ত্রের"*** কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা পুরাতন নিয়মের কোন্ অংশকে যোহন নির্দেশ করেছে, তা স্পষ্ট করে বলা কঠিন। অবশ্য, আমরা এর মধ্যে হোশেয় ৬:২ পদ ***("তৃতীয় দিনে উঠাবেন"),*** কিম্বা যোনা ১:১৭ পদ (মথি ১২:৪০) ***("সেই মাছের পেটে যোনা তিন দিন ও তিন রাত থাকল"),*** কিম্বা গীত ১৬:১০-১১ পদ (প্রেরিত ২:২৭-২৮) ***("তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করবে না, নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখতে দেবে না"),*** কিম্বা ইয়োব ১৯:২৫-২৬ ***("কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব"),*** দানিয়েল ১২:২ ***("আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হবে–কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, এবং কেউ কেউ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে")*** পদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে ধরা যেতে পারি। কিন্তু একইসঙ্গে যীশুর মুখের কথাকেও যোহন শাস্ত্র জ্ঞান করত; তাই, যীশু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আগামী দুঃখভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের যে ভাববাণী করেছিলেন (মথি ১৬:২১; ২০:১৯), যোহন এখানে তাকেও নির্দেশ করেছে বলে আমরা মনে করা যেতে পারে।

যীশু যদিও তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বারে বারে তিন দিন পরে (মার্কের সুসমাচারে) কিম্বা তৃতীয় দিবসে (মথি ও লূকের সুসমাচারে) তাঁর পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন, তথাপি তাঁর শিষ্যরা সেই ঘটনা ঘটবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, যীশুর পরিচর্যার প্রকৃত লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে তাদের ভুল ধারণা ছিল। তাদের আশা বা আকাঙ্ক্ষা কেবল জাগতিক রাজ্যের (লূক ২৪:২১) মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু তাদের সেই আশার মুখে ছাই দিয়েছিল। তাই, তাঁর প্রায় সমস্ত শিষ্যই যীশুকে ত্যাগ করেছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে, তাঁর ভালোবাসার শিষ্য যোহন কালভেরীতে তাঁর ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়েছিল (যোহন ১৯:২৬)। প্রাথমিকভাবে, যীশু যে আধ্যাত্মিক রাজ্য, তথা ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই কাজে তার শিষ্যদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা বিশ্বাস ছিল না। তাই, তারা যীশুর দুঃখভোগের গভীর অর্থ উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাই, নিজের পুনরুত্থান সম্বন্ধে যীশু যে কথা তাদের আগাম জানিয়েছিলেন, তাও তাদের চিন্তায় আসেনি। সহজ কথায়, তারা যীশুর পুনরুত্থানকে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। কিন্তু তারা যখন যীশুর পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক সত্যের মুখোমুখী হয়েছিল, তখন তাদের ঘোর কেটেছিল, তাদের কাছে শাস্ত্র ও যীশুর কথিত বাক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

যীশুর জীবন যদি মৃত্যু দিয়েই শেষ হয়ে যেত, তাহলে, তিনি একজন ব্যতিক্রমী চরিত্র ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি হয়েই আমাদের স্মৃতির পাতায় থেকে যেতেন। যীশুর জীবন ও শিক্ষার সঙ্গে অন্য সমস্ত ধর্মের মহান নেতাদের জীবন ও শিক্ষার মধ্যে যে প্রধান পার্থক্য বর্তমান, তা হল, যীশু মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত হয়েছেন, কিন্তু অন্যরা হয়নি। খোলা কবরে পড়ে থাকা যীশুর দেহের মসীনা কাপড় ও রুমাল দেখে যোহনের মনে যে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিল, শাস্ত্রের পূর্ণ উপলব্ধিতে তা নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তা পেয়েছিল। **যোহন ১৪:২৬** পদে যীশু শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পবিত্র আত্মা যখন শিষ্যদের উপরে আসবেন, তখন তিনি তাদের শিক্ষা দেবেন ও যীশুর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আবার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

যোহন ১৬:১৩ পদে তিনি আরও বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি পথ দেখিয়ে শিষ্যদের সমস্ত সত্যে নিয়ে যাবেন। তাই, ধরা যেতে পারে, সেদিন তারা যা দেখেছিল, তার দ্বারা যোহনের মনে যীশুর পুনরুত্থানের বিষয় কেবল বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল; কিন্তু পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলে পর, পবিত্র আত্মা যখন তাদের কাছে শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন, তখন তার দ্বারা সেই বিশ্বাস তাদের জীবনে দৃঢ়ীকৃত, নিশ্চিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তাই, তারা যখনই যীশুর কথা মানুষদের বলেছিল, তখন সর্বদা যীশুর পুনরুত্থানকে উচ্চীকৃত করেছিল। আজ আমরা যোহনের মতো যীশুর শূন্য কবর দেখবার বা কবরে পড়ে থাকা মসীনা কাপড় বা রুমাল দেখবার সুযোগ পাইনি; কিন্তু প্রভুর আত্মা বিশ্বাসী আমাদের মনে সর্বদা ঈশ্বরের বাক্য উপলব্ধির শিক্ষা ও জ্ঞান যুগিয়ে চলেছেন। আমরা স্মরণ করব শিষ্য থোমার প্রতি পুনরুত্থিত যীশুর উক্তিকে, ***"তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ? ধন্য তারা, যারা না দেখে বিশ্বাস করল"*** (যোহন ২০:২৯)। বিশ্বাসী আমরা ইতিমধ্যে তাঁর অনুগ্রহে যীশুতে যে বিশ্বাস করেছি, এবং সেই বিশ্বাস শাস্ত্রের উপলব্ধিতে প্রতিদিন নিশ্চিত, দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

আমাদের প্রভুর পুনরুত্থান কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, কিন্তু যীশুর পুনরুত্থানের উপর আমাদের বিশ্বাস দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, পৌলের কথা মতো ***খ্রীস্ট যদি উত্থাপিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তো আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা*** (১করিন্থীয় ১৫:১৪)। হ্যাঁ, খ্রীস্ট পুনরুত্থিত! তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন। পাপ ও শয়তানের দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত করতে তিনি মৃত্যুকে জয় করেছেন (ইব্রীয় ২:১৪-১৫)। তাই, বিশ্বাসী আমাদের জীবনে খ্রীস্টের পুনরুত্থানের গুরুত্ব বা তাৎপর্য হল, আমরা যেন আমাদের জীবনে তাঁর পুনরুত্থানের উদ্দেশ্য পূর্ণ করি। হ্যাঁ, আমরা যখন ঈশ্বরের রাজ্যের সন্তান হয়ে পাপ ও শয়তানের উপর জয়লাভের জীবন যাপন করি; ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মার আনন্দ উপভোগ করি (রোমীয় ১৪:১৭), তখনই আমরা যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। তিনি আমাদের জন্যই পুনরুত্থিত!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)